বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ

পুরুষ-চরিত্র

ভক্তপ্রসাদ বাবু। পঞ্চানন বাচস্পতি। আনন্দ বাবু। গদাধর। হানিফ গাজি। রাম।

স্ত্রী-চরিত্র

পুঁটি। ফতেমা (হানিফের পত্নী)। ভগী। পঞ্চী।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে বাদামতলা

গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্‌তি পাললাম না— খোদাতালার মর্জ্জি।

গদা। বিষ্টি না হল্যে কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ্ এখন কত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি কর্‌বি?

হানি। আর মোর মাথা কর্‌বো। এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান্ আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ্ দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো!

গদা। এই যে কত্তাবাবু এদিকে আস্‌চেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই এক কথা বল্‌তে কসুর করব্যো না। দেখ্ কি হয়।

ভক্তবাবুর প্রবেশ

হানি। কত্তাবাবু, সালাম, করি!

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যারে হান্‌ফে, তুই বেটা তো ভারি বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্ নে কেন রে, বল্ তো? (মালা জপন।)

হানি। আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েচেন।[১]

ভক্ত। তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি বয়ে গেল।

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন কত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্—খাজনা দিবি কি না।

হানি। কত্তাবাবু, বন্দা অনেক কল্যে রাইওৎ, এখানে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে। আমি এখনে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নস্ রে। তোর ঠেয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন্ তাতে কেবল তিন সিকে দিতে চাস্। গদা—

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ! আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না— আবার দাঁড়াস্ কেন?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দুএট্টা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু—

১. ওয়াকিফ — অবগত। আরবী শব্দ।

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হানফেকে এবারকার মতন মাফ্ করুন।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো! বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলে পিলে হয়নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোণা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে?

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বল্‌চি? আপনি তাকে দেখ্‌তে চান্ তো বলুন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে বমি এসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে ;বড় সুন্দরী বটে, আঁ? আচ্ছা ডাক, হান্‌ফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ্, এদিকে আয়।

হানি। অ্যাঁ, কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানি। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস দ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ান্‌জীকে দে গে।

হানি। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাঁচ্‌লাম! বারো গন্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপিড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যালতাম্। (প্রকাশে) সালাম কত্তা।

—প্রস্থান।

ভক্ত। ওরে গদা

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কত্যে পারবি?

গধা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত। কু-ড়ি-টা-কা! বলিস্ কি?

গদা। আজ্ঞে এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগদে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভর্ক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে? বাচস্পতি না?

বাচস্পতির প্রবেশ

কে ও? বাচস্পতি দাদা যে। প্রণাম। এ কি?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বলবো, এত দিনের পর মা ঠাকুরুণের পরলোক হয়েছে। (রোদন।)

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হলো?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে "গতস্য শোচনা নাস্তি" সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে

থাকি, তা যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কুসময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না; তা আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন্। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত। প্রণাম।

[বাচস্পতির প্রস্থান।

আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখ্ছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখ্তে খুব ভাল তো রে!

গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো!

ভক্ত। কোন্ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে ঐ যে ভট্চাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখ্তে ছিল ভাল বটে (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ! প্রভো তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হান্ফের মাগ তার চাইতেও দেখ্তে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি! অ্যাঁ? আজ রাত্রে ঠিক্ঠাক্ কত্যে পার্বি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচি। জল আন্তে আস্চে।

ভক্ত। কোন্ ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত। ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হলো শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।।"[২] আহা! "কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।।"[২]

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগলো দেখ্চি। বুড়ো হলে লোভাত্তি হয়; কোন ভালমন্দ জিনিস সাম্নে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞেএএ।

ভক্ত। এদিকে কিছু কত্যে টত্যে পারিস?

গদা। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ

ভক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচিকে চিন্তে পারেন না?

ভক্ত. এই কি তোমার সেই পাঁচি? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক্। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

২. কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিদ্যার রূপবর্ণনার অনুরূপ।

ভগী। আজ্ঞে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী। (সগর্ব্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখ্‌তে বড় ভাল। আর কল্‌কেতায় থেকে লেখা পড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন, আর বছর২ এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্‌কেতাতেই থাকে বটে?

ভগী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি তার আর কি বল্‌বো। বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেছিস্।

ভগী। যা না মা, ভয় কি? কত্তাবাবুকে গিয়ে দন্ডবৎ কর, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা! এ বুড় মিন্‌সে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি? ও মা, ছি! ও কি গো? এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর্।

ভক্ত। (স্বগত) "শিহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।" আহাহা!

ভগী। আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। না। এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্‌বে।

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন, আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পারবো না? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছে।

ভগী। কত্তাবাবু! আপনি কি বল্‌ছেন?

ভক্ত। বলি, পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায়?

ভগী। সে নুনের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে?

ভগী। আজ্ঞে চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্‌বে. বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আনতে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে?

ভগী। আয় মা, আয়।

[ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতেম্বরে না আসতে২ এ কর্ম্মটা সার্‌তে পার্‌লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! ছুঁড়ী কি সুন্দরী। কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা। আজ্ঞে। (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখ্‌চি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ্, এ বিষয়ে কিছু কত্যে পারিস্?

গদা। কত্তামশায়! এ আমার কর্ম্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে তা বলতে পারি নে।

ভক্ত। তবে যা দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এসব কথা বল্‌গে। আর দেখ, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে২) কত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ

এখন যাই, সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমিই যা কর। আঃ, এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্যে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ্ গাজীর নিকেতন-সম্মুখ

হানিফ্ এবং ফতেমার প্রবেশ

হানি। বলিস্ কি? পঞ্চাশ টাকা?

ফতে। মুই কি আর ঝুঁট কথা বল্‌ছি।

হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে[৩] আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মার‍্যে, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ[৪] আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মক্‌দুর[৫]। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে আর মোর বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরি[৬] করে নি। শালা—

ফতে। আরে মিছে গোসা কর কেন? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেট্‌য়েছ্যাল, সে ফের এই দিগে আসতেচে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্‌তি পাত্তাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্যে কি করে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পুঁটির প্রবেশ

পুঁটি। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু। পাতিনেড়ে বেটাদের বাড়ীতেও আসতে গা বমি বমি করে। থু, থু। কুঁকড়ার পাখা, প্যাঁজের খোসা। থু, থু। তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কর্ম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার ঠিকানা নাই। (সহাস্য বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান্—ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ মরি, কি নিষ্ঠে গা। (চিন্তা করিয়া) সে যাক্ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বরে তেলীর মেয়েকে এসব কথা বলতে ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখ্‌লে নেচে উঠ্‌বে। আর ভক্তবাবুর যদি যুবকাল থাকতো তা হলেও ক্ষতি ছিলো না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্‌তো তা হল্যে নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়য়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আছিস্?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

ফতেমার প্রবেশ

ফতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ্ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটি। (স্বগত) আপদ্ গেছে। মিন্‌সে যেন যমের দূত। (প্রকাশে) ও ফতি, তুই এখন বলিস্ কি ভাই?

ফতে। কি বলবো?

পুঁটি। আর কি বলবি? সোণার খাবি, সোণার পরবি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাক্‌বি?

ফতে। তা ভাই যার যেমন নসিব্[৭]। তুই মোকে জওয়ান[৮] খসম্[৯] ছেড়ে একটা বুড়র কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড় মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ্ পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম্ম করিস্ তো বল্, টাকা—দি; আর না করিস্ তো তাও বল্, আমি চল্‌লেম।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর না কেন।

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্ তবে তোর আর দেরি করে কাজ নেই।

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে টাকা দে।

৩. মধ্যে। ৪. ন্যায়বিচার। ৫. দুঃসাহস। ৬. বেশ্যাবৃত্তি। ৭. অদৃষ্ট। ৮. যুবক। ৯. স্বামী।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন্। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম্[১০] কত্যি পারবে না?

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ তোর তো তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্য বদনে) মোরা রাড় হল্যি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি। সে যা হৌক মেনে[১১] এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে?

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গন্ডা টাকা হলো।

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দুস্তুরি।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ্, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁব—বাগানে যাস্, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

হানিফের পুনঃপ্রবেশ

হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হল্যি গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত্ মাত্যি চায়। দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিচ্ছি, যেন ইয়াদ্[১২] থাকে, আর তুই সম্‌ঝে[১৩] চলিস্; বেটা বড় কাফের, যেন গায়টায় হাত না দিতি পায়।

ফতে। তার জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এদিকে কেটা আস্‌তেচে, আমি পালাই।

[প্রস্থান।

বাচস্পতির প্রবেশ

বাচ। (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখ্‌ছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেঁতুলগাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি তা স্মরণপথারূঢ় হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী।

হানি। আগ্যে, কি বল্‌চো?

বাচ। ওরে দেখ্, একটা তেঁতুলগাছ কাট্‌তে হবে, তা তুই পারবি?

হানি। পারবো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালিখানা নে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কুসময়, আমি কিছু দিতে পার্ব্যো না; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে!

হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর থোড়া[১৪] বাৎ চিত্[১৫] আছে।

বাচ। কি বাৎ চিত্, এখানেই বল্ না কেন?

১০. জানা বা অনুভব করা। ১১. সে যাই হোক। ১২. স্মরণ। ১৩. বিবেচনা করে, সতর্ক হয়ে। ১৪. কিছু। ১৫. কথাবার্তা।

হানি। আগ্যে না, একবার ঐদিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ

পুঁটি। না ভাই, ও আঁব-বাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্ তা বল্?

পুঁটি। দেখ্, ঐ যে পুখুরের ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত্ চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্যে হয় করে কম্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা দেখিস্ ভাই এ কথা যেন কেউ টের না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েত না বামণের মেয়ে যে তোর এতো ভয় লো?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদ্‌মি[১৬] এ কথা টের পাল্যি আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সত্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক্ যমদূত। তবে আমি এখন যাই।

[প্রস্থান।

ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাতির বেলা কি তামাশা হয়; এখন যাই, খানা পাকাই গে।

[প্রস্থান।

বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী। রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ্, দেখ্, যে কথা বল্যেম তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস। এতে দেখ্‌ছি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে।

হানি। য্যাগ্যে, তার জন্যি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন চল্। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি। কুরুল্‌খানা বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটকখানা

ভক্তবাবু আসীন

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা কি আজ আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চী ছুঁড়ীকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনকপদ্মটি তুলতে পাল্‌লেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় কর্য্যে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার[১৭] হস্তে পরাভূত হল্যেন। যা হৌক, এখন যে হান্‌ফের মাগ্‌টাকে পাওয়া গেছে এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নব-যৌবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য! (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দন্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!

আনন্দ বাবুর প্রবেশ

কে ও, আনন্দ নাকি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত। তবে[১৮] কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয় নি বল্যে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

১৬. মানুষ। স্বামী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ১৭. মহাভারতে অশ্বমেধপর্ব্বের প্রসঙ্গ। ১৮. মধুসূদনের 'তবে' শব্দ ব্যবহারের মুদ্রাদোষ এখান থেকে কমে এসেছে।

ভক্ত। তা বেশ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন। আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কল্‌কেতায় তো আমার প্রায় রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক?

আন। আজ্ঞে, থাক্‌তেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি।

ভক্ত। অম্বিকার লেখাপড়া হচ্যে কেমন?

আন। জেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোকরা তো হিন্দু কালেজে আর দুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোকরা বল্‌লে বাপু?

আন। আজ্ঞে, ক্লেবর্, অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে? ও সকল, বাপু, আমাদের কানে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক্ বল্‌লে আমরা বুঝতে পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু অতি শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখ্‌ছে না।

আন। আজ্ঞে, অধর্ম্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত—

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্‌তে পারি না।

ভক্ত। আমার বোধ হয় অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য! ভাল, আমি শুনেছি যে কল্‌কেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্য্যাদা দেখ্‌চি আর কোন প্রকারেই রৈলো না! আর রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ!

গদাধরের প্রবেশ

কেও?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। (এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

ভক্ত। (ইসারা।)

গদা। (ঐ)

ভক্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। (প্রকাশে) ভাল, আনন্দ! শুনেছি—কল্‌কেতায় না কি বড় বড় হিন্দু সকল মুসলমান বাবুর্চী রাখে?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম! রাম! থু! থু।

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কত্তাবাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখ্‌চি আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি বাপু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়" এই বলে কি পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধটাও লোপ কর্‌বে?

নেপথ্যে। (শংখ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি।)

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) দেখি একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন।) বাঃ! কি নরম বিছানা গা। এর উপরে বসলিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কত্যে থাকে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম।

নেপথ্যে। কে ও?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অম্বুরী তামাক টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস, খাওয়াচ্যি।

গদা। (তাকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা, কি আরামের জিনিস। এই বাবু বেটারাই মজা

করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুদ্ খায়, আর এমনি বালিশের উপর ঠেস দিয়ে বসে তাদের কত্যে সুখী কি আর আছে?

তামাক লইয়া রামের প্রবেশ

রাম। ও কি ও? তুই যে আবার ওখানে বসিছিস্?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি। দে, হুঁকটা দে। কত্তাবাবুর ফর্সিটে আনতিস্ তো আরও মজা হতো। (হুঁকা গ্রহণ।)

রাম। হা! হা! হা! তুই বাবুদের মতন্ তামাক খেতে কোথায় শিখ্লি রে? এ যে ছাতারের নেত্য! হা! হা! হা!

গদা। হা! হা! হা! তুই ভাই একবার আমার গা-টা টেপ্ তো।

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর? হা! হা! হা!

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নৈলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা! হা! হা! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, হুঁকটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম। (গাত্র টেপন।)

গদা। হা! হা! হা! মর্, অমন্ করে কি টিপ্তে হয়?

রাম। কেমন্, এখন ভাল লাগে তো! হা! হা! হা!

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম, হা! হা! হা!।

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা, ঐ দেখ কত্তাবাবু আস্চে।

হুঁকা লইয়া হাসিতে২ বেগে প্রস্থান।

গদা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বুড় বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ইস্! আজ বুড়র ঠাট্ দেখলে হাসি পায়! শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ

ভক্ত। ও গদা।

গদা। আজ্ঞেএএএ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ্হয়?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাক্তে পারবে, আপনি আসুন।

ভক্ত। যা তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।

গদা। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) এই তাজ্টা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরা এই সকল ভালবাসে ; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রামা—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা আন্ তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খোস্বু[১৯] বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি যদি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয় একটু আতর মাখিয়ে তা দূর কর্বো।

বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ্, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আস্চে না? বেটা কুড়ের শেষ।

গদার পুনঃপ্রবেশ

কি হলো রে?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

১৯. গন্ধ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির

বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ

বাচ। ও হানিফ্!

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির; এখনো তো দেখ্‌ছি কেউ আসে নি। তা চল্, আমরা ঐ অশ্বত্থ গাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার যেমন মর্‌জি।

বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ্ করে বসে থাকিস্।

হানি। ঠাহুর্, তা তো থাক্‌পো; লেকিন্[২০] আমার সাম্‌নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনি সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টান্যে ছিঁড়ে ফেলাবো! আমার তো এখনে আর কোন ভয় নেই; আমি দোস্‌রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাক্‌না করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদূত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ্ হানিফ্, অমন রাগ্‌লে চলব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাহুর! আমার লহু[২১] গরম হয়ে উঠ্‌তেছে, আর হাত দুখানা যেন নিস্‌পিস্ কত্তেছে,একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিল্‌য়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি?

বাচ। না তবে আমি এর মধ্যে নাই; আমার কথা যদি না শুনিস্ তবে আমি চল্যেম। (গমনোদ্যত)

হানি। আরে, রও না, ঠাহুর! এত গোসা হতেছ কেন? ভাল, কও দিনি, আমি এখানে যদি চুপ করে থাকি তা হলি আখেরে[২২] তো শালারে শোধ দিতি পারবো?

বাচ। হাঁ, তা পারবি বৈকি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্‌বে তাই করবো এখনে।

বাচ। তবে চল্, ঐ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ

ফতে। ও পুঁটি দিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দু কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। ত এইখেনে দাঁড়া না। কত্তাবাবু ততখন আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার্, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটিতি কেমন কোরে থাক্‌পো?

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্ ছম্ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পারবো না। (গমনোদ্যত।)

পুঁটি। (ফতের হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর্, ছুঁড়ী! আমি থাক্‌লে কি হবে? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে? তালশাস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায়? (প্রকাশে) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই মুই তোর কড়ি পাতি চাইনে, মোর আদ্‌মি এ কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আস্তো রাখ্‌পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন? সে কেমন করে জান্‌তে পারবে বল্; সে কি আর এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছে? তা এতো ভয়ই বা কেন? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না? রাম! রাম! রাম! (ফতেকে ধারণ।)

ফতে। (বিষণ্ণ ভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই তবে আর কি করবো; এখানে আল্লা যা করে! তা চল্ মোরা ঐ মস্‌জিদেরর মদ্দি যাই;

২০. কিন্তু। ২১. রক্ত। ২২. শেষ পর্যন্ত।

আবার এখানে কেটা কোন দিক্ হতে দেখ্‌তি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড় ডেক্‌রা মরেছে না কি?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্ দেখি কে দুজন আস্‌চে, আমি ভাই ঐ মস্‌জিদের মদ্দি নুকুই।

পুঁটি। না লো না, ঐখানে দাঁড়া না। আমি দেখ্‌চি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে আর সঙ্গে গদা আস্‌চে। আঃ, বাঁচলেম।

ফতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না; যাবি কোথা?

ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ

পুঁটি। আঃ, কত্তাবাবু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। ও ধনি দেরি কল্যেন্ বলে আমরা আরো ভাবছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তায় বয়ে গেল কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড়! (প্রকাশে গদার প্রতি) গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখ্‌চি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক্। হরিবোল, হরিবোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা আল্লা বলো।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হান্‌ফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হোলে তবে এর যথার্থ শোভা পায়।

"ময়ুর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।।"

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো।—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এত কালও থাকে গা? (প্রকাশে) কত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ওসব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর্ না কেন?

পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি। আ মর্, একশো বার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্‌চ্যে তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক্ নেড়ের জাত কি না, কথায় বলে "তেতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।" কত্তাবাবুকে পেলে কত বামুণ কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বৈ ত নস্ তোদের জাত আছে, না ধম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্।

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্‌মি আসে এখনি মোকে খোঁজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চন্দো-পুরুষ!

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।।"[২৩]

তা দেখ ভাই, বুড় বল্যে হেলা করো না; তুমি যদি চলে যাও তা হলে আর আমার প্রাণ থাক্‌বে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন্ রে? এই তো বটে।

পুঁটি। কত্তাবাবু, ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্‌তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই ত ভাল হয়।

২৩. ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র অনুরূপ।

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে?—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন্ ছার?

নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার? (সকলের ভয়।)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ—আ-আ-আ—আমি না! ও বাবা! এ কি? কোথা যাব!

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম! আমি তখনি ত জানি—রাম—রাম—রাম!

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না।

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে—

(নেপথ্যে হুঙ্কার-ধ্বনি।)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম!—ও মা গো—কি হবে!

(নেপথ্যে।) এই দেখ্ না কি হয়?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত।)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।)

ভক্ত। আঁ—আঁ—আঁ!

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—"মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি, এইতো বিচার বটে," এবং প্রবেশ।)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ! বাঁচলেম; বামুণের কাছে ভূত আস্‌তে পায় না! (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া।

বাচ। একি! কত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন?—হয়েছে কি? অ্যাঁ?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও? বাচ্‌পোৎ দাদা না কি? আঃ; ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কি? তুমি যে এসে পড়েছো, বড় ভাল হয়েছে।

পুঁটি। (চেতন পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম!

গদা। ও পিসি, সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে! আঃ, রক্ষে হোলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাক্‌লে অনেক রোজগার হবে! (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে ভট্‌চাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন্ বেখি ব্যাপারটাই কি? আপ্‌নিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখ্‌ছি হানিফ্ গাজীর মাগ্।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলেম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি। তা হ্যাদেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বল্‌চি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড় বয়েসে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একেবারে ছাই পোড়্‌বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বল্‌বো।

বাচ। সে কি, কত্তাবাবু? আপনি হলেন বড়মানুষ—রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার; তা আমি আপনার আত্মীয় হব এমন ভাগ্য কি করেছি?

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো, কিন্তু এই কর্ম্মটি কর্য্যো

যেন আজ্‌কের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, কর্ম্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বল্‌তে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি?—তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

স্বাভাবিক বেশে হানিফ্ গাজীর প্রবেশ

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুল ভাবে) এ কি! অ্যাঁ। এ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকে পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্যে পড়িছি। আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে, তা জান্‌তি পাল্লি, ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোণার চাঁদ আপ্‌নারে আন্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজ্‌দি[২৪] নেলেন কেন? তোবা তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ, আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেম্‌নি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি!

হানি। সে কি কত্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল্ পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্ব্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ্? ও বাচ্‌পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্‌কে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ, একবার এদিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফকে এক পার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন।)

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী দু ভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্য বদনে) কেন, কত্তাবাবু?—নাড়্যের মায়্যে কি এখনে আর পছন্দ হচ্চে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই ত আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু?—এই, মুই আপনার কল্‌জে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দূর কত্তি চাও।

ভক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তাঁর বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো!

পুঁটি। উঠুক্ বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগুলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপনি হানিফকে দুটি শত টাকা দিন, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। দু-শো টা-কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। বাচ্‌পোৎ দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞে না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

২৪. পরিশ্রম।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখ্‌লেম যে এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার কর্‌বো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুস্মচ্ছুতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া।।
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম,
"বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।।"

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন